brac

প্রান্তজন

ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির একটি নিয়মিত প্রকাশনা

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০

নতুন স্বাভাবিক জীবনে আইডিপির নতুন কর্মকৌশল

একদিকে কোভিড-১৯ মহামারি, অন্যদিকে হাওরে বন্যার পানি। তবুও সকল বাধা-বিপত্তি পেছনে ফেলে, স্বাস্থ্যবিধি মেনেই সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি (আইডিপি) এগিয়ে চলেছেন দুর্গম অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে লক্ষ্যে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আইডিপির 'বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা ২০২০' পর্যালোচনার ষান্মাসিক সভাতেও নতুন স্বাভাবিক নিয়মে-বিশেষত ডিজিটাল উপায়ে কার্যক্রম সম্পাদনের বিষয়ে বিশেষ পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সভায় সামাজিক ক্ষমতায়ন ও সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির পরিচালক আন্না মিন্‌জ বলেন, 'ডিজিটাল ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি আইডিপি কর্মএলাকায় জনগণের ডিজিটাল লিটারেসি বাড়াতে গ্রহণ করতে হবে সৃজনশীল উদ্যোগ।'

এর ফলশ্রুতিতে মাইক্রোফাইন্যান্সের ঋণগ্রহীতাদের শতকরা ৮০ শতাংশের বিকাশ ওয়ালেট খোলা ও সেগুলো শতভাগ সচল রাখতে বিশেষ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। হাওরের নতুন উপজেলা আজমিরীগঞ্জে আর্থিক লেনদেন শতভাগ বিকাশ অ্যাকাউন্টের মাধ্যমেই পরিচালিত হচ্ছে। 'আইডিপি কনটিনজেন্সি প্ল্যান ২০২০' অনুযায়ী সকল কার্যক্রম এখন নতুন স্বাভাবিক নিয়মে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মাস্ক পরা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, অফিসে কিংবা মাঠ পর্যায়ে নির্দিষ্ট বিরতিতে সাবান দিয়ে দুই হাত ধোয়া, ছোটো আকারের ভিডিও সভা পরিচালনা, প্রশিক্ষণ মডিউলে কোভিড-১৯ বিষয়ক বাধ্যতামূলক আলোচনা, ছোটোদলে ইউনিয়ন পরিষদের সংহতি সভা, আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কাজে লাগিয়ে পুনঃব্যবহারযোগ্য মাস্ক তৈরি, ভিডিওর নেতাদের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতনতামূলক তথ্য দেয়া ইত্যাদি। বর্তমানে একই সঙ্গে সম্পদ হস্তান্তরের জন্যে সবাইকে না ডেকে, ইউপিজি সদস্যদের প্রত্যেককে আলাদা করে ডাকা হচ্ছে। পাশাপাশি আইডিপির এইচএনপিপি ওয়াশ কার্যক্রম সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের ঢেলে সাজিয়ে নিয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ প্রান্তেই আজমিরীগঞ্জে শুরু হয়েছে আইডিপির টেলিমেডিসিন কার্যক্রম।

সম্প্রতি হাওর এলাকায় ডিজিটালাইজেশনের স্বরূপ ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা যাচাইয়ে সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচি ও সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির পরিচালক আন্না মিন্‌জ, ব্র্যাক মানবসম্পদ বিভাগের পরিচালক মারিয়া হক, সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির কর্মসূচি প্রধান শ্যাম সুন্দর সাহাসহ অন্যান্য ব্র্যাক প্রতিনিধিবৃন্দ হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলার কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন।

ইন্ডিজেনাস পিপলস্ প্রজেক্টের প্রাপ্ত শিখন সবার কাছে পৌঁছে দিতে প্রস্তুতি চলছে। এছাড়াও হাওরের সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির অর্জন ও শিখন পর্যালোচনা এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে একটি ব্যয় সাশ্রয়ী হাওর মডেল তৈরির কাজ হাতে নিয়েছে একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। পরবর্তীতে হাওরের কার্যক্রম পরিচালনা থেকে প্রাপ্ত শিখন প্রসঙ্গে সমমনা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হবে।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় বিদ্যমান কর্মএলাকার পাশাপাশি নতুন উপজেলাতেও সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের চাহিদা উপলব্ধি করেছে আইডিপি। তারই ধারাবাহিকতায় নতুন হাওর ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী উপজেলায় আইডিপির কার্যপরিধি বিস্তারের প্রস্তুতি চলবে। আশা করা হচ্ছে ২০২১ সালেই নতুন কর্মএলাকায় কাজ শুরু হবে। এদিকে চলতি বছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসেই হাওরের দিরাই ও বানিয়াচং উপজেলায় শুরু হবে ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স প্লাস মডেল। পরবর্তীতে এই অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই হাওরের ইটনা ও খালিয়াজুরি উপজেলাতেও এই মডেল বাস্তবায়িত হবে।

এদিকে মাঠের প্রাণচাঞ্চল্য ধরে রাখতে ব্র্যাক বাস্তবায়ন করছে নতুন স্বাভাবিক কর্মকৌশল। সেই কর্মকৌশলের 'ইকোনমিক রিকভারি' কোর টিমে সংযুক্ত হয়েছে আইডিপি। ২০২১-২০২২ সালে আইডিপি কর্মএলাকায় (হাওর ও আইপি) চলবে 'ইকোনমিক রিকভারি' কার্যক্রম। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২৩-২০২৫ সালে পরিচালিত আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমের শিখনগুলো অনুসন্ধান, নথিবদ্ধকরণ ও এর প্রসারের ওপর জোর দেয়া হবে।

সর্বোপরি, নতুন স্বাভাবিক জীবনে নতুন লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি।

সম্পাদকীয়

আইডিপি ইন্ডিজেনাস পিপলস্ প্রজেক্ট

এগিয়ে যেতে হবে বহুদূরে

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বেসরকারি সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশে বর্তমানে আনুমানিক পাঁচ মিলিয়ন আদিবাসী মানুষ বসবাস করছে (আইডব্লিউজিএ)। এরমধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বসবাস করে মানচিত্রের উত্তরে সমতল এলাকায়। অথচ বৃহত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনায় তাদের অংশগ্রহণ এখনো পর্যন্ত নিশ্চিত করা যায়নি।

বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার পথে বহুদূর এগিয়ে গেছে। তথাপি সমতলের আদিবাসীদের জীবন যেন প্রদীপের নিচেই জমে থাকা অন্ধকারে লুকানো। প্রতিবেশি অ-আদিবাসীদের বঞ্চনা আর অবহেলা, সীমাহীন দারিদ্র্য, নিজের সক্ষমতা আবিষ্কারের সীমিত সুযোগ- এই মানুষগুলোকে প্রতিনিয়ত যেন পিছিয়ে দেয়। শুধু দুবেলা পেট পুরে খাওয়া এই মানুষগুলোর একমাত্র দাবি নয়। বৈষম্যহীন ও সম্মানিত জীবনযাপন যেন তাদের প্রাণের দাবি।

তাই ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১২ সাল থেকে 'ইন্ডিজেনাস পিপলস্ প্রজেক্ট' শীর্ষক একটি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও ব্র্যাক কর্মকৌশল বিবেচনায় রেখে, উন্নয়নের মূলস্রোতধারা থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষদের আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এই উদ্যোগটি সমন্বিত আকারে পরিচালিত হচ্ছে। সম্পদ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং যেকোনো উদ্যোগে সমতলের আদিবাসীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় পরিচালিত প্রকল্পটি এ পর্যন্ত ৪০,০০০ মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে নওগাঁর পত্নীতলা ও মহাদেবপুর, জয়পুরহাটের পাঁচবিবি এবং দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

দীর্ঘ আট বছরের পথ চলার অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের জন্য কর্মকৌশল নির্ধারণের নিমিত্তে সম্প্রতি একটি গবেষকদল প্রকল্প এলাকায় একটি গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণা শেষে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন কর্মপন্থা তুলে ধরে তাদের সুপারিশমালায়। যার মধ্যে রয়েছে আদিবাসীদের কর্মসংস্থানের জন্য সৃজনশীল কাজের সুযোগ সৃষ্টি, সংস্কৃতি ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সুরক্ষিতকরণ, নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিতকরণে উদ্যোগ গ্রহণ, আয়বর্ধনমূলক কাজে ধরে রাখতে মানসিক ও আনুষাঙ্গিক সহযোগিতা ইত্যাদি। ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির পক্ষ থেকে প্রাপ্ত শিখনসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় আনতে খুব শীঘ্রই জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে।

কাউকে পশ্চাতে রেখে নয়, বরং সবাইকে সঙ্গে নিয়েই যোগ দিতে হবে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায়। ইন্ডিজেনাস পিপলস্ প্রজেক্টের জন্য শুভকামনা। এগিয়ে যেতে হবে আরো বহুদূর।

ছবির গল্প

হাওরে ক্যাশলেস মানি ট্রানজেকশন

কোহিনুরের কর্মপরিধির ৩২জন মাইক্রোফাইন্যান্স ঋণ সহায়তা গ্রহণকারী বর্তমানে বিকাশের মাধ্যমে ক্যাশলেস মানি ট্রানজেকশন করছেন। আগস্ট মাসে তিনি ৯২ শতাংশ ক্যাশলেস ট্রানজেকশন নিশ্চিত করেছেন। এই অর্জন তার মধ্যে শতভাগ ক্যাশলেস ট্রানজেকশন নিশ্চিত করার স্পৃহা জাগ্রত করেছে। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি শতভাগ ক্যাশলেস ট্রানজেকশন নিশ্চিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। কোহিনুর বেগম বলেন-'ক্যাশলেস ট্রানজেকশনে আমাকে হাত দিয়ে টাকা ধরতে হচ্ছে না। ফলে আমি ও আমার ক্লায়েন্ট কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঠেকাতে ভূমিকা রাখতে পারছি। একসময় নগদ টাকা নিয়ে রাস্তায় চলতে হতো। যতই সতর্ক থাকি না কেন, বিপদে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। এখন আমি যে কোনো পরিমাণে টাকা আমার ব্যাগের বদলে মোবাইলে রাখতে পারছি। ফলে নিরাপদভাবে রাস্তায় চলাচল করছি- কোনধরনের ভয়-ভীতি ছাড়াই।'

পারুল আক্তার
উপজেলা ডেভেলপমেন্ট কোঅর্ডিনেটর,
আইডিপি, দিরাই, সুনামগঞ্জ

কোহিনুর বেগম, প্রোগ্রাম অর্গানাইজার, জগদল, দিরাই সুনামগঞ্জে কর্মরত আছেন। (ছবিতে বামে)।

ডিজিটাল হাওর গড়ার প্রত্যয়ে আইডিপি কর্মসূচি

রবি ঠাকুরের ভাষায় বলতে ইচ্ছে হয় 'নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার।' কোভিড-১৯ মহামারির প্রকোপ দেখে একসময় খুব হতাশ হয়েছিলাম। করোনাভাইরাস কেড়ে নিয়েছে অনেক প্রাণ। তারওপর মহামারির সময় আমি প্রথমে যখন শুনলাম, দুরত্ব বজায় রেখে কাজ করতে হবে, তখন ভেবেছি-এটা কী করে সম্ভব হবে! কাউকে না দেখে কীভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলবে! মোবাইলে কনফারেন্স কল করে অংশগ্রহণকারীদের ফলোআপ করা-তা কী আদৌ সম্ভব?

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার কথা মানুষের মুখে মুখে শুনেছি। এবার কোভিড-১৯ মহামারির সময় বুঝতে পারলাম-বাংলাদেশের তথাপি দুর্গম হাওরে ডিজিটালাইজেশন কেন জরুরি। যে হাওরের একটি মিটিংয়ে যোগ দিতে পুরো একদিন সময় ব্যয় হতো, সেখানে কয়েক ঘণ্টার নোটিশে এখন মিটিং আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে কর্মঘণ্টার সর্বোচ্চ ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে। আমি পুরো আইডিপি পরিবারকে একসঙ্গে একই ফ্রেমে দেখতে ও তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারছি।

আমার প্রশিক্ষণার্থীরা বিকাশের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কিস্তি, সঞ্চয় ইত্যাদি জমা দিচ্ছেন। আমি এ বিষয়ে তাদেরকে শেখাচ্ছি। নিজেই গুগল মিট, হ্যাং-আউট-এ মিটিং কল করতে পারি, ট্রেনিং নিতে পারি। এখন দ্রুত মিটিং কল করে অনেক সহজে কাজ বুঝে নেয়া যায়। এছাড়া কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করার সময় সবাই থাকেন বলে বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে অনেক সহজে। যা হাওরের দুর্গমতার কারণে আগে বেশ সময়সাপেক্ষ ছিল। প্রথমে অনলাইনে কাজ করতে বেশ কষ্ট হতো। কিন্তু এখন আর খারাপ লাগে না। একসঙ্গে একাধিক গুগল শিটে কাজ করছি। গুগল ড্রাইভে তথ্য আপলোড করা ও শেয়ার করাও শিখেছি। সর্বোপরি অফিসে বসেই কম খরচে কম পরিশ্রমে বেশি পরিমাণে কাজ করতে পারছি। কারণ যাতায়াতে বেশি সময় ব্যয় হচ্ছে না। এছাড়া প্রশিক্ষণ পরিচালনার পদ্ধতিতে ভিন্ন মাত্রা এসেছে যা অংশগ্রহণকারীরা উপভোগ করছেন।

আমার বিশ্বাস, হাওর একদিন শতভাগ ডিজিটাল হবে। আর সেদিন বেশি দূরেও নয়।

অনিন্দিতা বিশ্বাস
ট্রেইনার, আইডিপি, দিরাই, সুনামগঞ্জ

আইডিপি হাওর ইমপ্যাক্ট স্টাডি

ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম বিগত সাত বছর ধরে দুর্গম হাওর, চর এবং সমতলের আদিবাসী এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। একই প্ল্যাটফর্মে সকল ধরনের সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে আইডিপি ২০১৩ সালে বানিয়াচং ও দিরাই উপজেলায় কার্যক্রম শুরু করে। ২০১৫ সাল থেকে আরো দুইটি হাওর উপজেলা ইটনা ও খালিয়াজুরীতে আইডিপির কার্যক্রম বিস্তৃত হয়। বর্তমানে আজমিরীগঞ্জসহ মোট পাঁচটি হাওর উপজেলায় আইডিপি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সম্প্রতি হাওর এলাকায় আইডিপির সামগ্রিক প্রভাব নিরূপণের জন্যে আইডিপি একটি বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। আইডিপির কর্মএলাকায় বিগত সাত বছরের কার্যক্রমের প্রভাব নিরূপণের জন্য এই গবেষণাটি পরিচালিত হবে। এই গবেষণাটির উদ্দেশ্য হলো কর্মএলাকায় বিগত সাত বছরের কাজের প্রভাব নিরূপণ, কার্যক্রমের শুরুর পূর্বে পরিচালিত 'বেইসলাইন' জরিপের সাথে বর্তমান অবস্থার তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন, ব্র্যাকের অন্যান্য একক কর্মসূচির সঙ্গে আইডিপির সমন্বিত কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন এবং পরিচালিত সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রমের 'কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস' করা। চলতি বছরের শেষের দিকেই গবেষণালব্ধ ফলাফল জাতীয় পর্যায়ের অনলাইন মতবিনিময় সভার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি, সমমনা উন্নয়ন সংগঠন, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, গবেষক ও গণমাধ্যমের কাছে তুলে ধরা হবে। পরবর্তীতে এই গবেষণালব্ধ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এবং ব্র্যাকের কর্মকৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তার কর্মপরিকল্পনার কৌশলগত পরিমার্জন এবং পরিবর্ধন করবে।

মোহাম্মদ আবু হানিফ
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার
মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন, আইডিপি

স্বনির্ভর সুমিতা লাকড়া

অদম্য মনোবলের কারণে মানুষ কখনও কখনও করতে পারে অসাধ্য সাধন। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে যখন সবার স্বাভাবিক আয় বন্ধ, তখন সুমিতা লাকড়া খুঁজে নেন আয়ের বিকল্প পন্থা। তিনি কাপড়ের মাস্ক বানানোর কাজ শুরু করেন। সমস্যার মধ্যে থেকে খুঁজে নেন সমাধানের উপায়।

জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার পাথরঘাটা গ্রামের সামুয়ল কুজুরের সঙ্গে ২২ বছর বয়সে বিয়ে হয় সুমিতার। পেশায় দিনমজুর স্বামীর জায়গা জমি নেই। সংসারে অভাব ছিল প্রথম থেকেই। দিন যায়, সংসারের আকার বাড়ে। দুজন থেকে চারজন হয় সুমিতার পরিবার। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে অভাব-অনটন।

ব্র্যাক আইডিপি আদিবাসী প্রকল্পের কর্মসূচি সংগঠক মায়া মার্থা লাকড়ার সঙ্গে উঠান বৈঠকে একদিন সুমিতার পরিচয় হয়। তার জীবনের গল্প শুনে মায়া মার্থা লাকড়া তাকে গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের (ভিডিও) সদস্য হতে পরামর্শ দেন। সুমিতা লাকড়া ২০১২ সালে পাথরঘাটা নারী উন্নয়ন সমিতির সদস্য হন। তিন বছর পরে আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের জন্যে নির্বাচিত হন তিনি। হাঁস পালন প্রশিক্ষণের পর সম্পদ হিসেবে পান ৭,৭০৪ টাকার মূল্যমানের ২০টি হাঁস। ধীরে ধীরে টাকা জমিয়ে একটি সেলাই মেশিন আর অল্পকিছু জমি কেনেন সুমিতা। গ্রামের মানুষের জামা-কাপড় সেলাই করার পাশাপাশি তিনি মিশন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরদের পোশাক সেলাই করতেন। হাঁস-মুরগি ও ডিম বিক্রির টাকা দিয়ে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ ও সঞ্চয় চালিয়ে যান। ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া, দুবেলা ভালোমন্দ খাবারের জোগাড়, পরিবারের দেখাশোনা-একহাতে সুমিতাই সামলাতে থাকেন। স্বামীর কাছে, পরিবারের সদস্যদের কাছে, ভিডিও সদস্যদের কাছে একজন নিবেদিতপ্রাণ পরিশ্রমী মানুষ হিসেবে সুমিতার মর্যাদা দিন দিন বাড়তে থাকে।

মার্চ ২০২০। স্থানীয় মিশন স্কুল বন্ধ হয়ে যায় কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঠেকাতে। সেলাইয়ের চাকার সঙ্গে সঙ্গে সুমিতার আয়ও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে টানাপোড়েন শুরু হয় সুমিতার সুখের সংসারে। ব্র্যাক আইডিপি আদিবাসী প্রকল্প হতে ভিডিও সদস্যদের জন্য মাস্ক বানানোর উদ্যোগ নেয়া হয়। দরপত্র যাচাই বাছাই সাপেক্ষে সুমিতা মাস্ক তৈরির জন্য একজন নারী উদ্যোক্তা হিসেবে নির্বাচিত হন। ২৫ টাকা দরে ১,০৩৬টি মাস্ক তৈরির কাজ তার হাতে আসে। তিনি মোট ২৫,৯০০ টাকার মাস্ক তৈরি করে লাভ হয় ৮,০০০ টাকা। সংসারের যাবতীয় চাহিদা মিটিয়ে ভাবছেন এবার তিনি একটি ছাগল কিনবেন। আর গরুর খামারের জন্য ছোটো একটা শেডও বানিয়ে নেবেন।

সুমিতা লাকড়া এগিয়ে চলেছেন জীবনের পথ ধরে। তার আপাত লক্ষ্য অতিদরিদ্র পরিবার থেকে সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারে উন্নীত হওয়া। তিনি বাড়িঘর সুন্দর করার পাশাপাশি উন্নত স্যানিটেশনের ব্যবস্থাও করেছেন। একা তিনি নন, বরং পাড়া প্রতিবেশী সবারই জীবনের উন্নতি হোক, এটাই তার কামনা।

সুগ্রীব কুমার সরদার
সিনিয়র ডিস্ট্রিক ম্যানেজার, আইডিপি ইন্ডিজেনাস পিপলস্ প্রজেক্ট, জয়পুরহাট

কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের উদ্যোগ

গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন (ভিডিও) হলো সাধারণ জনগণের একটি প্ল্যাটফর্ম যার মাধ্যমে সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি হাওর এলাকায় দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়নে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। কর্মসূচির এ পর্যায়ে গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনগুলো এখন নিজেরা নিজেদের সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম। তারা নিজেরা নিজেদের সভা পরিচালনা করে এবং নিজেদের সমস্যা সমাধানে নানা ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। সম্প্রতি আইডিপির মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন কার্যক্রমের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, হাওর এলাকার ৯৫ শতাংশ মানুষ মাইকিং ও শিল্পী মমতাজ ও কুদ্দুস বয়াতির গাওয়া অডিও গান শুনে কোভিড-১৯ বিষয়ে সচেতন হয়েছেন। এমনকি সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ঘরে ঘরে গিয়ে দেয়া তথ্যসেবাও তারা ভালোভাবে গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও ৯৩ শতাংশ হাওরের মানুষ আইডিপির স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বাস্থ্যসেবিকাদের দেয়া সচেতনতামূলক তথ্য থেকে উপকৃত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। আইডিপির ভিডিওর নেতাগণও তাদের এলাকার সাধারণ জনগণ যাতে এসব স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেন সে ব্যাপারে এখন নজরদারি জোরদার করেছেন, নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে তা ফলোআপ করছেন, যারা বোঝেনি তাদের বাসায় গিয়ে বোঝাচ্ছেন।

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের কাজ তো থেমে থাকতে পারে না। তাই নিজেদের সংগঠনের কর্মপরিকল্পনায় অন্যান্য কাজের পাশাপাশি কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় তারা কী করতে পারে তা নির্ধারণ করেছেন। তাছাড়া প্রতি দুই মাস অন্তর অন্তর সকলকে নিয়ে সাধারণ সভার পরিবর্তে শুধুমাত্র নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ (৫/৭ জন) সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিজেরা নিজেদের সভা পরিচালনার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

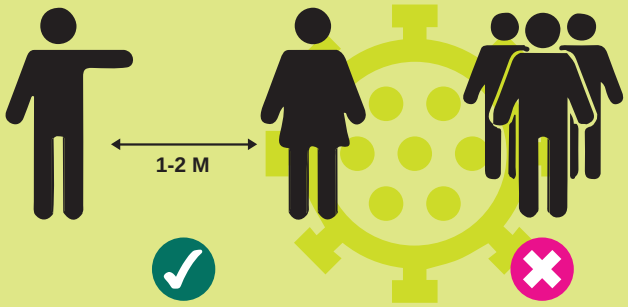

সভার আলোচনা বা সিদ্ধান্তসমূহ যাতে সকলে জানতে পারে তাই ভিডিও-এর সকল সদস্যকে ছোটো দলে (৪/৬) ভাগ করে প্রতিটি দলে একজন নির্বাহী কমিটির নেতা/সদস্য সে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ প্রত্যেকের কাছে এক সপ্তাহের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে অথবা ২/৩ জনকে নিয়ে ছোটোদলে তথ্য সরবরাহ করবেন। পরের মিটিংয়ে ভিডিও লিডার তা ফলোআপ করবেন। এছাড়াও এ মহামারির সময় ঘটে যাওয়া নারীর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধে নিজেদের সক্রিয় ভূমিকা পালনেও তারা অঙ্গীকারবদ্ধ।

নারীদের দ্বারা পরিচালিত এই গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনসমূহ দক্ষতার সাথে নিজেদের জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সহায়তা করছে। তেমনি নিজের জীবনের পছন্দ-অপছন্দ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। পাশাপাশি কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় জনসচেতনতা তৈরিতেও এই সংগঠন সমাজে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে।

আঞ্জুমান আরা বেগম
টেকনিক্যাল ম্যানেজার, সিইপি, জিজেডি অ্যান্ড
এইচআরএলএস, আইডিপি

বিকাশ ওয়ালেটেই মাবিয়ার স্বস্তি

ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কমর্সূচির গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন (ভিডিও) ও ভিলেজ অর্গানাইজেশন (ভিও) সদস্য মাবিয়া আক্তার (২৩) ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাইভেট পড়িয়ে মাইক্রোফাইন্যান্সের ঋণের কিস্তি পরিশোধ করছিলেন। বিএ অনার্সের ছাত্রী মাবিয়ার এটাই ছিল একমাত্র অবলম্বন। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকেরা বাজারের দোকানে এজেন্টের কাছে মাবিয়াকে বিকাশে টাকা পাঠাতেন। সেই টাকা প্রতিবারে বাজারে গিয়ে ক্যাশ আউট করাতেন মাবিয়া। কখনো মাসের শুরুতে, কখনো মাসের শেষে-বার বার বাজারে যাওয়া, ক্যাশ আউট করা তার জন্যে অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কীভাবে সেই প্রতিবন্ধকতা মাবিয়া জয় করলেন, আজ সেই গল্পটিই জানা যাক।

টিউশন শিক্ষক মাবিয়া আক্তার ও স্বামী ইব্রাহিম ইটনা পূর্বগ্রাম বারিয়ার পাড় হাটিতে বাড়ি। কলেজে পড়ার সময় তার বিয়ে হয়ে যায়। স্বামীর উৎসাহে সে পরে এইচএসসি পাশ করে। বর্তমানে সে রাষ্টবিজ্ঞানে বি.এ অনার্স শেষ বর্ষের ছাত্রী। মাবিয়ার স্বামী ইব্রাহিম মিষ্টির দোকানে বেতনভিত্তিক কাজ করেন। স্বল্পআয়ে ইব্রাহিম পরিবারের ভরণ-পোষণ, স্ত্রীর পড়াশোনার খরচ ইত্যাদি চালাতে গিয়ে বেশ হিমশিম খাচ্ছিলেন। পড়াশোনা শিখে মাবিয়াও চাইছিলেন পরিবারের জন্যে কিছু করতে। তাই বাড়িতে থেকেই ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়ে কিছু টাকা আয় করতে শুরু করেন তিনি।

হাওরের অভিভাবকদের অনেকেই কাজের সন্ধানে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। স্ত্রী-সন্তান থাকে হাওরে। তারা বাড়িতে টাকা পাঠানোর জন্যে সাধারণত এজেন্টের কাছে দোকানে টাকা পাঠান। মাবিয়া আক্তার বলেন 'শিক্ষার্থীদের মায়েরা আমাকে ক্যাশ আউট করে টাকা দেয়। কখনো এজেন্টের কাছে জমা রাখে। ফলে আমাকেও মাঝে মাঝে সেখানে যেতে হয়। তাতে মাসের বেশ কিছুটা সময় পেরিয়ে যায়। সময়মতো কিস্তি বা সঞ্চয়ের টাকা শোধ করাটাও কঠিন হয়ে পড়ে। কোভিড-১৯ এর কারণে বাজারে যাওয়াও খুব একটা নিরাপদ মনে হচ্ছিল না।'

একদিন মাবিয়া ভাবছিলেন-কীভাবে এই সমস্যা সমাধান করা যায়। কোভিড-১৯ মাবিয়া ব্র্যাক ভিডিও এবং ভিও সদস্য সে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি সংগঠক ভাইয়ের কাছ থেকে বিকাশ অ্যাকাউন্ট খোলার কথা শুনে তার নিজের অ্যাকাউন্ট খোলেন এবং সকল বাচ্চার অভিভাবকদের নম্বরটি দিয়ে দেন। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণ মাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখন মাবিয়ার অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠান। আর মাবিয়া সেই টাকা ক্যাশ আউট না করে বিকাশের মাধ্যমেই ব্র্যাক অফিসের ওয়ালেট নম্বরে নিয়মিত সঞ্চয় ও কিস্তির টাকা পরিশোধ করছেন। ফলে দোকানেও যেতে হচ্ছে না। ঘরেই থাকতে পারছেন। এমনকি এপ্রিল মাসে যখন মাবিয়ার স্বামীর আয় বন্ধ হয়ে যায়, তখন মাবিয়া তার বিকাশ ওয়ালেটের মাধ্যমেই ১,৫০০ টাকা সহযোগিতা পান।

দূর্গম হাওরাঞ্চলের মানুষের জীবনে ক্যাশলেস মানি ট্রানজেশন অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশে কোভিড-১৯ মহামারির শুরুতেই ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি খাদ্য সহায়তা হিসেবে টাকা প্রেরণের জন্য সরাসরি প্রদানের পাশাপাশি সক্রিয় বিকাশ ওয়ালেট কে মাধ্যম হিসেবে বেছে নেয়। তখন বিকাশ ওয়ালেটের মাধ্যমে সর্বমোট ২৬৭ পরিবার ১,৫০০ টাকা করে সহযোগিতা পান। বর্তমানে কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যঝুঁকি কমাতে ব্যাপক আকারে ক্যাশলেস ট্রানজেকশন বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যার সুফল কাজে লাগাতে পেরেছেন ইটনার মাবিয়া আক্তার।

মাবিয়ারাই পারবেন ডিজিটাল হাওর গড়ার স্বপ্ন আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে।

মোঃ মাহমুদুল হাসান
কর্মসূচি সংগঠক
সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি
ইটনা, কিশোরগঞ্জ

আজমিরীগঞ্জের বিশখাদের জন্যে আমরা

হাওরের আর দশটি পরিবারের মতোই সাধারণ আমাদের বিশখা রানীর পরিবার। অল্পবয়সে বিয়ে হয় তার। পরপর দুই সন্তান আসে বিশখার পরিবারে। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো একদিন হঠাৎ সন্তানদের বাবা মারা গেলেন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী মানুষটি চলে যাওয়ায় বিশখা যেন অকুল পাথারে পড়েন। উপায়ান্তর না দেখে বিশখা মানুষের বাড়িতে কাজ নেন। একদিন সেই কাজ করে খাওয়াও হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। পুরো বাংলাদেশের মতোই, হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলায় প্রশাসন কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঠেকাতে ঘরের বাইরে বের হওয়া বন্ধ করে দেয়। সচ্ছল পরিবারের মানুষেরাও সেই সময় কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেয় বিশখাকে। কারণ বিশখা বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে কাজ করতেন। দুই সন্তান নিয়ে বুঝি বিশখার টিকে থাকাই দায়!

আইডিপির আজমিরীগঞ্জের পাহাড়পুর অফিসে কাজ শুরু করি ফেব্রুয়ারি ২০২০ থেকে। নতুন উপজেলা, ব্র্যাক আইডিপির নতুন প্রত্যাশা, তাই কর্মীরা যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মানসিক প্রস্তুতি নেয়। পরিকল্পনামাফিক আমাদের সব কাজই এগিয়ে চলছিল দুর্দান্ত গতিতে। কিন্তু হঠাৎ করে অদৃশ্য করোনাভাইরাস আমাদের দৃশ্যমান উন্নয়ন যেন স্থবির করে দেয়। তবুও হাল না ছেড়ে আমরা কোভিড-১৯ সাড়াদান কার্যক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমরা বিশখাদের পাশে দাঁড়াই।

কোভিড-১৯ সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার সময় বিশখা রানীকে ১,৫০০ টাকা খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়। পরবর্তীতে চলতি কোহর্টে আইডিপি অতিদরিদ্র কর্মসূচির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন বিশখা। জুন মাসে গাভি ও হাঁস মুরগি পালনের ওপর গ্রহণ করেন বিশেষ প্রশিক্ষণ। গরুর ঘর তৈরি করার জন্যে তাকে টিন দেয়া হয়।

আমাদের বিশখার একটি মেয়ে স্কুলে যায়, সে নিয়মিত লেখাপড়া করে। এই ছোট্ট স্কুল পড়ুয়া মেয়েটি মাঝে মাঝে না খেয়ে থাকে–বিশখার মন মানে না। তিনি সবেমাত্র গবাদিপশু পালতে শুরু করেছেন। তাই এখনো লাভের মুখ দেখেননি। তাই সংসার চালানোর ভাবনায় কাতর হয়ে পড়েন তিনি। তার এই অবস্থা দেখে এখন পাহাড়পুর অফিসেই বিশখাকে একটি অস্থায়ী পদে চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছে আইডিপি আজমিরীগঞ্জ অফিস। সেই অস্থায়ী চাকরির রোজগার দিয়েই বিশখা সংসারের তেল-নুনের জোগাড় করছেন। শিশু সন্তানদের মুখে তুলে দিচ্ছেন দুমুঠো খাবার। আর স্বপ্ন দেখছেন একদিন স্বাবলম্বী হওয়ার। সেদিন আর বেশি দূরে নয়।

গোপাল কুন্ডু
ইন্ট্রিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট অফিসার, আইডিপি
পাহাড়পুর, আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ

সংহতি সভার সাফল্য
গ্রামবাসী পেল নিরাপদ পানির সরবরাহ

কথায় বলে, দশের লাঠি একের বোঝা। যে কাজ একা সমাধান করা সম্ভব হচ্ছিলো না, দশহাত এক হতেই সেই কাজ হয়ে গেল পানির মতো সহজ। সংহতি সভায় আলোচনার মাধ্যমে ইন্ডিজেনাস পিপলস্ প্রজেক্টের মহাদেবপুরের উপজেলার ভিডিও সদস্যরা গ্রামবাসীর জন্যে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করলেন।

মহাদেবপুর উপজেলা শহরের সাথেই অবস্থিত ঘোষপাড়া আদিবাসী গ্রাম। গ্রামটি নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর ইউনিয়নের আওতাধীন। গ্রামে বসবাসরত ১৬টি পরিবারের মধ্যে সকলেই আদিবাসী পাহান সম্প্রদায়ের জনগণ। অধিকাংশেরই দিনমজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। গ্রামে প্রায় ৫০-৬০জন লোকের বসবাস। এতো মানুষের জন্য মাত্র দুইটি টিউবওয়েলই ছিল নিরাপদ পানির উৎস। আর এ পানির জন্য প্রতিনিয়ত টিউবওয়েলে পানি সংগ্রহের ভিড় লেগেই থাকত। কে আগে পানি নেবে, কে পরে পানি নেবে-এ নিয়ে ছোটখাটো ঝামেলাও পোহাতে হয়েছে গ্রামবাসীকে।

ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি ইনডিজেনাস পিপ্‌লস (আইডিপি-আইপি) ২০১৪ সাল থেকে নওগাঁয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যক্রম শুরু করে। আইডিপি আদিবাসী নেতাদের নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তামূলক সেবাসমূহ প্রাপ্তি সহজলভ্যকরণ ও আদিবাসী বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ে সংহতিসভা পরিচালনা করা। ১১ই নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে ব্র্যাক আইডিপি-আইপি মহাদেবপুর ইউনিয়নের আদিবাসী নেতা ও ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির গ্রাম উন্নয়ন সংগঠন (ভিডিও) সদস্যদের নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যদের সাথে একটি সংহতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ঘোষপাড়া গ্রামে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের বিষয়টি আলোচনার জন্য উত্থাপন করেন ঘোষপাড়া গ্রামের ভিডিও সদস্য কাজলী পাহান ও সরস্বতী পাহান। সভায় উপস্থিত চেয়ারম্যান জনাব মাহ্বুবুল রহমান (ধলু) বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচনা ও বিবেচনা করেন এবং ঘোষপাড়া গ্রামে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের জন্য প্রতিশ্রুতি দেন। সভার পর ছয় মাস ধরে স্থানীয় ভিডিও সদস্যরা বিষয়টি ফলোআপ করতে থাকেন। অবশেষে এ বছর মে মাসে মহাদেবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ঘোষপাড়া গ্রামে ভিলেজ সাপ্লাই ওয়াটারের ব্যবস্থা করেন। উক্ত গ্রামে একটি পানির পাম্প স্থাপন ও তিনটি পয়েন্টের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা হয়।

এখন গ্রামের প্রায় ৫০-৬০ জন মানুষের বিশুদ্ধ খাবার পানি ও নিত্যপ্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য পানির সরবরাহ বাস্তবায়িত হয়েছে। আগের মত পানির জন্য ভিড় করতে হয় না। পানি নিয়ে প্রতিবেশীদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের আশঙ্কা কমে গেছে। ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির উদ্যেগে সলিডারিটি বা সংহতি সভার আয়োজনের ফলে গ্রামবাসী ইউনিয়ন পরিষদ থেকে পানির পাম্প ও তিনটি পয়েন্টের মাধ্যমে নিয়মিত সাপ্লাই পানি পেয়ে খুবই আনন্দিত।

সংহতি সভা ইউনিয়ন পরিষদ ও আদিবাসীদের মধ্যে একটি আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধির একটি সহজ মাধ্যম।

ডলি রানী
প্রোগ্রাম অর্গানাইজার, আইডিপি ইন্ডিজেনাস পিপলস্ প্রজেক্ট, মহাদেবপুর, নওগাঁ

brac

Australian Aid

UKaid
from the British people

Strategic Partnership Agreement – Delivering real results together

প্রান্তজন সম্পাদনা পরিষদ উপদেষ্টা: আন্না মিন্‌জ
সার্বিক সহযোগিতায়: মো. শাহিদুর রহমান ও শ্যাম সুন্দর সাহা
সম্পাদনা সহযোগিতায়: তাজনীন সুলতানা, কমিউনিকেশনস্
সম্পাদক: খালেদা আক্তার লাবনী

লেখা ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে যোগাযোগ:
প্রান্তজন
আইডিপি কমিউনিকেশনস - ব্র্যাক
ব্র্যাক সেন্টার, ৭৫ মহাখালী, ঢাকা ১২১২
ফোন: +৮৮ ০২ ২২২২৮১২৬৫ (এক্স: ৩৭৮২)
ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ২২২২৬৩৫৪২

ইমেল: idp.info@brac.net
ভিজিট করুন: www.brac.net/idp

Follow us:
/BRACworld